নির্বাচনী প্রচারণায় সংগীতের ব্যবহার : পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

মো. আল-আমিন*

[**সারসংক্ষেপ :** নির্বাচনী প্রচারণায় সংগীতের ব্যবহার একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। সংগীতের মতো বহুমুখী বিষয় কীভাবে মানুষের অন্তর্জগৎকে প্রভাবিত করে, মানস গঠন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কীভাবে অবচেতনভাবে বা নীরবে কাজ করে তা এই প্রবন্ধে উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। সংগীতের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া অপরিসীম। রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার একটি ক্ষুদ্র অংশ নির্বাচনী প্রচারণায় সংগীতের ব্যবহারের উপর আলোকপাত করে বিষয়টিকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নতুন সত্য আবিষ্কারের পরিবর্তে বিদ্যমান অবস্থাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিগতভাবে পর্যবেক্ষণ; ভোটার, কর্মী, নির্মাতা, শিল্পী, বিশেষজ্ঞসহ নানা অংশীজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ; গণমাধ্যমের ভাষ্য সংগ্রহ; সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে অনুসন্ধান এবং অন্তর্জাল অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য বের করার উদ্যোগ এই প্রবন্ধে দেখা যাবে। এই প্রবন্ধে নির্বাচনী সংগীতের মান মূল্যায়ন থেকে সংগীতের সর্বজনীন প্রভাব এবং নির্বাচনী প্রচারণায় সংগীতের অন্তর্ভুক্তিমূলক এই কৌশলী মাধ্যমের সার্বিক কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা হয়েছে। ভোটারদের মনস্তত্ত্বে সংগীত কীভাবে প্রভাব ফেলে তা-ই এই প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচ্য। এই প্রবন্ধে সামাজিক জরিপের সংখ্যাগত দিককে মুখ্য না করে মতামতধর্মী বক্তব্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারণায় সংগীতের ব্যবহার পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ভিত্তিতে এই আলোচনা উঠে এসেছে।]

সংকেত শব্দ : রাগ, স্বর, তাল, সংগীতচিত্র, নির্বাচনী সংগীত।

০১. ভূমিকা

বাংলাদেশে নির্বাচনী প্রচারণায় সংগীতের ব্যবহার পুরোনো হলেও সম্প্রতি এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই বর্ধিষ্ণু ধারার প্রভাব পড়েছে। ভোটারদের উপর সংগীতের প্রভাব বিশেষ গবেষণার বিষয়। গ্রাম-শহর, বয়স ও শারীরিক গঠনভেদে মানুষের উপর নির্বাচনী সংগীতের প্রভাবের তারতম্য রয়েছে। সংগীত নির্মাণ ও পরিবেশনে বৈচিত্র্য এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সংগীতকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সংগীতের গীতিকার, সুরকার, শিল্পী, নির্মাতাদের এই যৌথ প্রচেষ্টা বাংলাদেশের নির্বাচনী সংস্কৃতিতে একটি উল্লেখ্যযোগ্য সংযোজন। ২০২২ সালের জুলাই থেকে নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের ঢাকা, গাজীপুর, নেত্রকোনা, বরিশাল, রংপুর ও কুমিল্লার সর্বমোট দুইশত বারোজন ভোটার, কর্মী, প্রার্থী, গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী ও নির্মাতার উপর ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত জরিপ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণায় মিশ্র পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

*প্রশাসনিক কর্মকর্তা, রিসার্চ ডিগ্রি ইউনিট, প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর ১৭০৫

০২. সাহিত্য পর্যালোচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *সঙ্গীত চিন্তা* বইটি ঢাকার নবযুগ প্রকাশনী থেকে ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয়। বইয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগীত ও ভাব, সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা, সংগীত ও কবিতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান, কথা ও সুর নিয়ে আলোচনা করেছেন। সংগীত সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত আছে। আব্দুল মালেক খান রচিত *আমাদের সঙ্গীতের ধারা* বইটি ১৯৮৮ সালে ঢাকার আনন্দম প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। উপমহাদেশে সংগীতের ইতিহাস; সংগীতের বিভিন্ন রাগ, স্বর ও তাল; বিভিন্ন গায়নশৈলী; খেয়াল সংগীত পরিবেশনের পদ্ধতিগত দিক; ধ্রুপদি সংগীতে লোকসংগীতের প্রভাব নিয়ে লেখক এখানে আলোচনা করেছেন। তবে বিভিন্ন প্রচার-প্রচারণায় সংগীতের ব্যবহার সম্পর্কিত কোনো বিষয় এখানে উপস্থাপিত হয়নি। কাজী আলিম-উজ-জামানের 'ঝুলে আছে কপিরাইট আইন সংশোধনের উদ্যোগ'-শীর্ষক নিবন্ধটি *প্রথম আলো* পত্রিকায় ২৩ এপ্রিল ২০২১ তারিখে প্রকাশিত হয়। এখানে লেখক কপিরাইট আইন লঙ্ঘনের সাম্প্রতিক প্রবণতা ও প্রতিকারের উপায় নিয়ে আলোচনা করেছেন। ২৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে *প্রথম আলো* পত্রিকায় প্রকাশিত ইফতেখার মাহমুদের 'শব্দদূষণে বিরক্ত নগরবাসী' শীর্ষক নিবন্ধটি এখানে প্রাসঙ্গিক। লেখক এখানে নির্বাচনী প্রচারণাকালে শব্দদূষণের মাত্রা ও বিশেষজ্ঞদের মতামত উপস্থাপন করেছেন। মামুনুর রশীদের "নকল সুরের ভোটের গানে 'প্রাণ' যায়"-নিবন্ধটি *প্রথম আলো* পত্রিকায় ২৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রকাশিত হয়। এতে নির্বাচনী সংগীত নিয়ে সাধারণ মানুষের নেতিবাচক ভাবনা উপস্থাপিত হয়েছে। ১২ জুলাই ২০২৩ তারিখে *প্রথম আলো* পত্রিকায় ডা. মো. শরীফুল ইসলাম 'রোগের দাওয়াই সংগীত' নিবন্ধে মিউজিক থেরাপির বিভিন্ন উপযোগিতা, প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

০৩. গবেষণা সম্পর্কিত প্রশ্ন

গবেষণাকর্ম পরিচালনা করতে গিয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় সংগীতের ব্যবহার বিষয়ে নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। যার উত্তর আলোচ্যমান গবেষণাকর্মের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। নিম্নে কিছু প্রশ্ন উপস্থাপন করা হলো :

ক. বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রচারণায় সংগীতের ব্যবহারের প্রেক্ষাপট কী?
খ. নির্বাচনী প্রচারণার জন্য সংগীত নির্মাণ ও পরিবেশনের পদ্ধতিসমূহ কী কী?
গ. নির্বাচনী প্রচারণায় সংগীত ব্যবহারের ফলাফল কী?
ঘ. নির্বাচনী সংগীত মূল সংগীতের সুর ও কথা বিকৃতি এবং শব্দদূষণে কেমন নেতিবাচক প্রভাব রাখছে?
ঙ. সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নির্বাচনী সংগীতের প্রভাব কী?

০৪. নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্র ও কার্যপদ্ধতি

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন একটি আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ। এর মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সর্বজনের অংশীদারিত্ব জনগণকে ক্ষমতায়িত করে। জনগণ সরকার তথা বিশেষ প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় তাদের প্রতিনিধি হিসেবে কিছু ব্যক্তিকে নির্বাচন করেন। এই নির্বাচনকে ঘিরে যে বিশাল কর্মযজ্ঞ তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রচারণা। আর নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন প্রার্থীদের ব্যক্তিগত ও দলীয় আদর্শ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং নির্বাচনোত্তর করণীয় কাজের কর্মপরিকল্পনা ভোটারদের নিকট উপস্থাপনের যে প্রক্রিয়া তাকে আমরা নির্বাচনী প্রচারণা বলতে

পারি। এই প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে প্রার্থীর সফলতা, যদিও আরো অনেক বিষয় এই সফলতায় অনুঘটক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। নির্বাচন পরিচালনাকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনী প্রচারণার কিছু নিয়ম-কানুন নির্বাচনের পূর্বেই সকল অংশীজনের নিকট উপস্থাপন করে। তথাপি নিয়ম-কানুন বা আইনের মধ্যে থেকেও প্রচারণায় অভিনবত্ব ও সৃজনশীলতা প্রয়োগের সুযোগ প্রার্থীরা পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে প্রার্থীরা ভোটারদের মনস্তত্ত্বকে বিশেষভাবে বিবেচনায় নেন। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ও বিভিন্ন পেশাজীবী সমিতি বা সংগঠনের নেতা বা প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় যে অবস্থা তৈরি হয় তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, নির্বাচনী প্রচারণার সময় প্রার্থীরা ভোটারদের আবেগপ্রবণ করতে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেন। ভোট উৎসবে সংগীত একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ঠিক কবে থেকে নির্বাচনী প্রচারণায় সংগীতের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে সে বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া না গেলেও এটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, জনসংযোগের মাধ্যম হিসেবে সংগীতের ব্যবহার অনেক পূর্বে থেকেই দেখা যায়। বিশেষ করে ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় থেকে প্রচারণায় সংগীতের ব্যবহার ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। নির্বাচন তথা ভোট উৎসবে সংগীত নতুন প্রাণসঞ্চার করে।

০৫. সংগীত কী?

বিঘ্নবহুল জীবনযাপনে সংগীত পরম শুশ্রূষার মতো। দুর্যোগ, বিঘ্ন, আঘাতকে অতিক্রম করার বিচিত্র রসায়ন সংগীতকে বহুক্ষেত্রেই জীবনদায়ী করে তুলেছে। উপকরণের মিথ্যা বাহুল্য যে সভ্যতার অন্তঃকরণকে প্রতিনিয়ত খর্ব ও রুদ্ধ করে দিতে চাচ্ছে সংগীত সেই ভীষণ দুর্দিনে আরোগ্য ও মুক্তির যথাযথ হদিস দেয়। ১৮৯৫-এর ২০ সেপ্টেম্বর শিলাইদহ থেকে লেখা *ছিন্নপত্রের* একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগীত বিষয়ে বলেছেন–

> সংগীতের মতো এমন আশ্চর্য ইন্দ্রজাল বিদ্যা জগতে আর কিছুই নেই– এ এক নতুন সৃষ্টিকর্তা। আমিতো ভেবে পাইনে সংগীত একটা নতুন মায়াজগত সৃষ্টি করে যা এই পুরাতন জগতের অন্তরতম অপরূপ নিত্যরাজ্য উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। গান প্রভৃতি কতকগুলি জিনিস আছে যা মানুষকে এই কথা বলে দেয় যে, 'তোমরা জগতের সকল জিনিসকে যতই পরিষ্কার বুদ্ধিগম্য করতে চেষ্টা করো না কেন এর আসল জিনিসটাই অনির্বচনীয়' এবং তারই সঙ্গে আমাদের মর্মের মর্মান্তিক যোগ– তারই জন্যে আমাদের এত দুঃখ, এত সুখ, এত ব্যাকুলতা। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৭ : ১৪৬)

সংগীত সম্পর্কে *আমাদের সঙ্গীতের ধারা* বইয়ে বলা হয়েছে–

> সঙ্গীতজ্ঞগণ হৃদয়ে শুদ্ধভাব নিয়ে স্বর, লয় এবং তাল সমন্বয়ে সঙ্গীতে সুন্দর রূপ প্রস্ফুটিত করেন। সঙ্গীতে তিনটি কলার সমাবেশ হয়েছে। যেমন– গীত, বাদ্য, নৃত্য এবং এর মাঝে প্রধান হল গীত-সঙ্গীত। অনেকে এর ব্যাখ্যা দেন 'সং+গীত' বলেও। এদেশে প্রাচীনকালে নাটকে বা যে কোন গীত-অনুষ্ঠান বিচিত্রভাবে সেজে, বাদ্যযন্ত্র সহযোগে পরিবেশিত হতো। সুতরাং সঙ্গীতের উল্লিখিত ব্যাখ্যার সম্ভাব্যতা থাকতেও পারে। (মালেক, ১৯৮৮ : ০২)

০৬. গণযোগাযোগ, জনচিত্তাকর্ষণ, আন্দোলন-সংগ্রাম ও চিকিৎসাক্ষেত্রে সংগীত

সুরের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। সংগীত আমাদের কল্পরাজ্যে নিয়ে যায়। গণযোগাযোগ ও জনচিত্তাকর্ষণের মাধ্যম হিসেবে সংগীতের আবেদন আজ সর্বজনস্বীকৃত। দুর্যোগে বিপর্যস্ত মানুষদের সাহায্য করার জন্য ত্রাণকর্মীরা যখন কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত 'ভিক্ষা দাও!

ভিক্ষা দাও! ফিরে চাও ওগো পুরবাসী' গেয়ে নগরবাসীকে সাহায্য করার আহ্বান জানান তখন সেই আবেদন ভিন্ন ব্যঞ্জনা লাভ করে। কিংবা দৃষ্টিহীন মানুষ যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগীত "চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে/অন্তরে আজ দেখব, যখন আলোক নাহিরে" গেয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেন তখন অন্য এক আবেগঘন আবহ তৈরি হয়। এছাড়াও প্রতিবন্ধী মানুষ যখন তাঁর বাঁশিতে জনপ্রিয় সংগীতের সুর তুলে তখন তা যেকোনো মানবিক মানুষের অন্তরকে আলোড়িত করবেই। আমরা ফুটপাতের হকার, ফেরিওয়ালা ও ক্যানভাসারদের দেখি তারা পণ্য বিক্রির সময় সাধারণ কথাকেও সুরে সুরে প্রকাশ করে আনন্দঘন আবহ তৈরি করেন। এটি মূলত ক্রেতাকে প্রলুব্ধ এবং পণ্য কিনতে উৎসাহিতকরণের জন্য করা হয়। বিক্রয়স্থলে একটি জমজমাট পরিবেশ তৈরি হয়, যা বিক্রয়ের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সম্প্রতি 'কাঁচা বাদাম' সংগীতটি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। স্বাভাবিকভাবে মানুষের মন সুর তথা সংগীতের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। তাই রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য গণমাধ্যমে প্রচারিত বিজ্ঞাপনচিত্রে আমরা সংগীতের ব্যবহার দেখি। আমরা দেখি যে, ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা করার জন্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করেন। তারা সুর আরোপ করে সৃষ্টিকর্তার নাম উচ্চারণ করে ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। ধর্মীয় কথা এবং সুর ও সংগীতের অপূর্ব সমন্বয় তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে অধিকতর দৃষ্টিগ্রাহ্য করে। লটারির টিকেট বিক্রি, স্বাস্থ্য বিষয়ক বার্তাসহ বিভিন্ন বার্তা প্রচার, আইসক্রিম ও মনোহারী দ্রব্যাদি বিক্রি, শপিংমল ও সুপারশপসহ নানাবিধ জায়গায় সংগীতের কৌশলী ব্যবহার দেখা যায়। এই দেশে সংগঠিত প্রায় প্রতিটি গণ আন্দোলনে সংগীতের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। স্বদেশি আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী আন্দোলন, গণ অভ্যুত্থানে সংগীত মানুষকে সাহস ও উদ্দীপনা জুগিয়েছে। রজনীকান্ত সেনের 'মায়ের দেয়া মোটা কাপড় [...]', মোহিনী চৌধুরীর 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে [...]', সলিল চৌধুরীর 'ও আলোর পথযাত্রী [...]', কাজী নজরুল ইসলামের 'কারার ওই লৌহ কপাট [...]', সলিল চৌধুরীর 'আর দেবো না রক্তে বোনা ধান...', আপেল মাহমুদের 'তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেবোরে [...]', গোবিন্দ হালদারের 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি...', কাজী নজরুল ইসলামের 'চল চল চল...' সংগীতগুলো তারই স্বাক্ষর বহন করে। স্বদেশি আন্দোলনের সময় মুকুন্দ দাস 'পরোনা রেশমি চুড়ি, বঙ্গনারী, কভু হাতে আর পরো না [...]' সংগীত গেয়ে যে গণজোয়ার তৈরি করেছেন তা সমৃদ্ধ ইতিহাসেরই অংশ। বিশেষ করে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সংগীতশিল্পীদের ভূমিকা ছিলো অত্যন্ত গুরুত্ববহ। এই সময় শত্রুর উপর আক্রমণের নির্দেশনা প্রদানে সংকেতবাহক হিসেবে সংগীতের ব্যবহার দেখা যায়। 'আমার পুতুল আজকে প্রথম যাবে শ্বশুরবাড়ি [...]', 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান...' সংগীতগুলো তারই নিদর্শন। চিকিৎসাক্ষেত্রে 'মিউজিক থেরাপি' নামে নতুন শব্দযুগল যুক্ত হয়েছে। শারীরিক ও মানসিক শুশ্রূষার মহৌষধ হতে পারে সংগীত। হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখতে, যন্ত্রণা উপশমে সংগীত কার্যকর। পছন্দের সংগীত শোনার ফলে মস্তিষ্কে ডোপামিন নামক হরমোনের ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়। যা দুশ্চিন্তা, উদ্‌বেগ ও চাপ কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের ভালো-খারাপ নানান ঘটনার সাথে আমরা সংগীতকে সম্পৃক্ত করে রাখি। বিভিন্ন সংগীত আমাদের বিভিন্ন ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়। মাথাব্যথা, পারকিনসনস, রক্তচাপ, মানসিক চাপ, হার্টের সমস্যা, বিষণ্নতা, অটিজম, মাদকাসক্তি, আলঝেইমার,

ডিমেনশিয়া ও ক্যানসার রোগে মিউজিক থেরাপি কিছু লক্ষণ হ্রাস করতে পারে (শরীফুল, ২০২৩ : ১০)। উত্তেজিত রোগীকে শান্ত করতে সংগীতের ব্যবহার রয়েছে। অনিদ্রা উপশমে সংগীত ভালো কাজ করতে পারে। সংগীত শারীরিক কসরত বা পরিশ্রম করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে। ফলে ব্যায়ামাগারে সংগীতের ব্যবহার দেখা যায়।

০৭. নির্বাচনী সংগীত তৈরি, পরিবেশন ও সংরক্ষণ

৭.১ প্রচারণার জন্য সংগীত নির্বাচন, নির্মাণ প্রক্রিয়া ও আধেয়

বক্তৃতা, বিবৃতি, মিছিল, সভাসমাবেশ, প্রকাশনাসহ নানা মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো বহু পুরোনো রীতি। এসব মাধ্যমে সংগীত একীভূত করার ফলে মাধ্যমগুলোর কার্যকারিতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। নির্বাচনী সংগীতের মাধ্যমে প্রার্থীর বার্তা একপাক্ষিকভাবে প্রচারিত হলেও এর প্রতিক্রিয়া পরবর্তীতে দৃশ্যমান হয়। এসব প্রতিক্রিয়া প্রচারকদের এসব বিষয়ে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। জনপ্রিয় সংগীতের প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ বিদ্যমান। তাই ভোটারদের নিকট উপস্থাপিত সংগীতের সুর-তাল-কথার সাথে জনপ্রিয় সংগীতের সামঞ্জস্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। তবে জনপ্রিয় তথা সকল প্রকার সংগীতের অনুকরণে নতুন সংগীত সৃষ্টির বিষয়ে কপিরাইট আইনের বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে। নির্বাচনী সংগীত নির্মাণের ক্ষেত্রে স্বরলিপি অনুসরণের বিষয়টি গৌণ হিসেবে দেখা যায়। এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে ৮৮ শতাংশ নির্বাচনী সংগীতে আধুনিক সংগীতের প্রভাব রয়েছে। ১২ শতাংশ সংগীতে লোকসংগীতের প্রভাব রয়েছে। সংগীতের কথায় প্রার্থীর গুণ ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। নির্মাণ ও সম্পাদনায় আধুনিক ডিজিটাল স্টুডিও'র ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নির্বাচনী সংগীতের মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিও এখানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সুর, কথা ও তালের অপূর্ব-সমন্বয় সংগীতটিকে উচ্চমাত্রা প্রদান করে। চূড়ান্ত নির্বাচনী প্রচারণার জন্য অনেক কম সময় পাওয়া যায়। ফলে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে নির্বাচনী সংগীত নির্মাণ ও প্রচারণার কাজটি সম্পাদন করতে হয়।

৭.২ নির্বাচনী সংগীতের সংগীতচিত্র

নির্বাচনী প্রচারণার জন্য তৈরিকৃত সংগীতের শব্দরূপের পাশাপাশি দৃশ্যরূপের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। দৃশ্যভাষিক বিবরণী ভোটারকে আরো বেশি আকৃষ্ট করে। নির্বাচনী সংগীত শুধু শ্রবণীয় নয় দৃষ্টিগ্রাহ্যও বটে। এক্ষেত্রে নির্বাচনী সংগীতের দৃশ্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সম্পৃক্ততা বিষয়টিকে ভিন্ন মাত্রা প্রদান করে। ক্ষেত্রবিশেষে সংগীতের সুর ও কথাকে ছাপিয়ে দৃশ্য অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাছাড়া দৃশ্যের সাথে সুর ও কথার অপূর্ব সমন্বয় শিল্পটিকে বহুমাত্রিক সফলতা দান করে। দৃশ্যায়িত নির্বাচনী সংগীতের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের ভূমিকা তথা দক্ষতা ও পারঙ্গমতা সংগীতটিকে জনপ্রিয় করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন, ভোটারদের সাথে প্রার্থীর অন্তরঙ্গতা, উন্নয়নের দৃশ্যপট, প্রার্থীর জনসংযোগের স্থিরচিত্র বা ভিডিও প্রভৃতি নির্বাচনী সংগীতের ভিডিওতে প্রাধান্য পায়। নির্বাচনী সংগীতের ভিডিওতে জনপ্রিয় ব্যক্তিদের বক্তব্য বা অভিনয় ভিডিওটিকে ভিন্ন মাত্রা প্রদান করে। আবহ সংগীত নির্বাচনী প্রচারণাকে তুঙ্গে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। নির্বাচনের পূর্বে প্রার্থী/দলের বিগত দিনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি দিয়ে তৈরিকৃত ভিডিওতে আবহ সংগীত এবং যন্ত্রসংগীতের ব্যবহার দেখা যায়। প্রার্থীকে নিয়ে ভোটারদের ভাবনাও প্রতিফলিত হয় এসব ভিডিওতে। ভোটারদের

প্রতিনিধিত্ব করে এমন লোকজন ও শিল্পী ভিডিওতে অভিনয় করেন। নির্বাচনী সংগীতে প্রকৃতি, নির্বাচনী ইশতাহারের কথামালা ও উন্নয়নের চালচিত্র উপস্থাপন করা হয়। সেট তৈরি করে শুটিং, গ্রিনস্ক্রিনের ব্যবহার, দৃষ্টিনন্দন নানা উপাদানের ব্যবহার, জনপ্রিয় লোকেশনে সংগীতচিত্র নির্মাণ এটিকে অনন্য এক মাত্রায় নিয়ে গিয়েছে। হাই ডেফিনিশন রেজুলেশন, শব্দ ও ভিডিও সম্পাদনার মাধ্যমে সংগীতচিত্রগুলোকে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়।

৭.৩ নির্বাচনী সংগীত পরিবেশন প্রক্রিয়া

নির্বাচনী সংগীতের একটি সময়ের লক্ষ্য থাকে এবং ঐ সময়ের মধ্যে লক্ষ্য অর্জন করতে হয়। কিন্তু প্রচলিত অন্যান্য বিজ্ঞাপন নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারের লক্ষ্য থাকলেও যে উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে সে উদ্দেশ্য পূরণের সুনির্দিষ্ট সময়ের লক্ষ্য থাকে না। নির্বাচনী সংগীতের নানা বৈচিত্র্য মূলত তৈরি হয়েছে শ্রোতা ও দর্শকদের চাহিদার নিরিখে। নির্বাচনী সংগীত নিয়ে নানা নিরীক্ষা এটিকে সমৃদ্ধশালী করেছে। নির্বাচনী সংগীত সৃষ্টির পূর্বে গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, পরিচালক ও প্রযোজক সংগীতের সম্ভাব্য মনোসামাজিক প্রভাব, জনসমাজের অভিরুচি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও আদর্শ সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন থাকে। গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী সংগীত পরিবেশনের সময় শ্রোতা ও দর্শকদের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে নিজস্ব শিল্পীসত্তার সংমিশ্রণে এর জীবনমুখী বিকাশ ঘটান। নির্বাচনী প্রচারণার উদ্দেশ্যে তৈরিকৃত সংগীত কালোত্তীর্ণ হবে কি না বিষয়টি আপেক্ষিক হলেও এটিও ইতিহাসের অংশ। প্রার্থীরা নির্বাচনের বহু পূর্বে থেকে অনানুষ্ঠানিক প্রচারণার কাজটি করে থাকেন, তবে আনুষ্ঠানিক প্রচারণার সময় নির্বাচনী সংগীতের ব্যবহার প্রচারণা পর্বটিকে জমজমাট করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মানুষের অনুসন্ধিৎসা তাকে নির্বাচনী সংগীতের বক্তব্যের বিষয়ে আগ্রহী করে তোলে। সংগীত এককভাবে নয়, বরং এটি বিভিন্ন উপাদানের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করে। পোস্টার, মাইকিং, লিফলেট, ব্যানার, ফেস্টুন, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, পথসভা, উঠানবৈঠক, জনসমাবেশের মাধ্যমে প্রার্থী ভোটারদের সমর্থন প্রার্থনা করেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ডিজিটাল প্রচারণা, রাজনৈতিক সংলাপে অংশগ্রহণ, নির্বাচনী বিতর্কে অংশগ্রহণ, বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে গমন, বিভিন্ন পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী সমিতির অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রার্থী জনসংযোগের কাজ করেন। এক্ষেত্রে নির্বাচনী সংগীতের ব্যবহার অনুষ্ঠানগুলোকে প্রাণবন্ত করে এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে পারে। ভোটারদের মধ্যে উদ্দীপনা তৈরি করে সরগরম পরিস্থিতি তৈরি করে। সাধারণত রিকশা, অটোরিকশা, মাইক্রোবাস, মিনি ট্রাক ও পিকআপে মাইক ও সাউন্ড বক্স স্থাপন করে রেকর্ডকৃত নির্বাচনী সংগীত প্রচার করা হয়। নির্বাচনী প্রচারণার সময় নির্বাচনী সংগীতের পাশাপাশি স্লোগান ও দেশাত্মবোধক সংগীতও প্রচার করা হয়। তাছাড়া নির্বাচনী সংগীতের কথা ছন্দ মিলিয়ে লিখিতভাবেও প্রচার করা যায়। নির্বাচনী প্রচারণার নানা মাধ্যম রয়েছে। এসব মাধ্যমে নির্বাচনী সংগীতের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে কিছু মাধ্যমে শব্দ অথবা দৃশ্যের ব্যবহার সম্ভব নয়। ফলে এসব মাধ্যমে সংগীতের প্রয়োগ নেই বললেই চলে। উদাহরণস্বরূপ পোস্টার, লিফলেট, ব্যানার, ফেস্টুন, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। নির্বাচনী প্রচারণায় সংগীতের ব্যবহারে কিছুটা সীমাবদ্ধতা থাকলেও সংগীতের ব্যাপক ব্যবহার দৃষ্টিগ্রাহ্য।

৭.৪ নির্বাচনী সংগীতের প্রচার মাধ্যম ও সংরক্ষণ

কথায় বলে, প্রচারেই প্রসার। প্রসারেই সফলতা। মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিক গণমাধ্যমের পরিসর অনেক বিস্তৃত। রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। এছাড়াও আজ মুঠোফোনের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, বিভিন্ন মুঠোফোন অ্যাপস ও ওয়েবসাইটে অনেকের অভিগম্যতা রয়েছে। সংগীত পুনঃপ্রচার, সংরক্ষণ, পুনরুৎপাদন ও বিতরণের মাধ্যম হিসেবে নানা আধুনিক প্রযুক্তি যেমন হার্ডডিস্ক, ব্লুটুথ, কিউআর কোড, ভিডিও স্ট্রিমিং সাইট, শেয়ার ইট, মাইক্রো এসডি কার্ড, সিডি, পেনড্রাইব, মুঠোফোনের টিউন, ইউটিউব, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ওয়েবসাইট, অনলাইন স্টোরেজ ও অ্যাপস ইত্যাদি বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। সংগীত ভাইরালের জন্য পেইড প্রমোশন (বুস্টিং) লক্ষ্যণীয়। নানা মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সংগীত সর্বজনের নিকট সহজলভ্য হয়। তাছাড়া প্রচারের নানা মাধ্যমের মধ্যে আন্তঃসমন্বয় ও তথ্য বিনিময় সংগীতকে জনগণের নিকট প্রচারে সফলতার সহায়ক হিসেবে কাজ করে। সংগীতের কিছু কথা অনেকসময় প্ল্যাকার্ড, ব্যানার, ফেস্টুনেও ব্যবহার করা হয়। মুঠোফোনের ওয়েলকাম টিউন ও রিংটোন হিসেবে নির্বাচনী সংগীতের ব্যবহার দেখা যায়। রাজনৈতিক দলভেদে নির্বাচনী সংগীত প্রচারের মাধ্যমের ভিন্নতা রয়েছে। বিভিন্ন মতাদর্শের ব্যক্তি বা দল তাদের সমর্থনকারী গণমাধ্যমে নির্বাচনী সংগীত প্রচার করে। প্রায় সব রাজনৈতিক দল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অনালোচিত ও কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা দল সকল মাধ্যমেই কম প্রচারণা চালান। সাধারণত পথসভা, মাইকিং, জনসমাবেশ, সংবাদ সম্মেলন, নির্বাচনী ক্যাম্প, কনসার্ট, মিছিল, শোভাযাত্রা ও শোডাউনে নির্বাচনী সংগীত প্রচার করা হয়।

০৮. সংগীত নির্মাতা ও বাদ্যযন্ত্র

৮.১ সংগীতজন

সংগীত হচ্ছে যূথবদ্ধ কলা বা কালেকটিভ আর্ট। নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃত সংগীতের আয়োজনে গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, বাদ্যযন্ত্রী, নির্দেশক, সাউন্ড ডিজাইনার, ভিডিও এডিটর, কালার এডিটর ও প্রযোজকদের সমাবেশ দেখা যায়। তাদের উত্তম সমন্বয়ে যে মহৎ শিল্পের সৃষ্টি হয় তা শুধু বিনোদনের ক্ষেত্রেই নয় রাজনৈতিকভাবেও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। নির্বাচনী সংগীতে শিশুশিল্পীদের ব্যবহার খুব একটা দেখা যায় না বললেই চলে। মানুষ স্বভাবতই বিখ্যাত ব্যক্তিদের উপর আস্থা রাখতে চায়। এক্ষেত্রে অনেকসময় ভোটার তার নিজের বিশ্বাস, ধারণা, মতাদর্শ, দর্শন ও সমর্থনকে বিখ্যাত ব্যক্তিদের বক্তব্যের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে তার সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের পূর্ববর্তী অবস্থানের পরিবর্তন করেন। নির্বাচনী সংগীতের সাফল্যের জন্য শিল্পী নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ১৯ শতাংশ ভোটার মনে করেন শিল্পী নির্বাচনে অতিথি শিল্পীদের প্রাধান্য দেওয়া উচিত। ৭০ শতাংশ মনে করেন স্থানীয় লোকশিল্পীদের প্রাধান্য দেওয়া উচিত। ১১ শতাংশ ভোটার এই বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি।

৮.২ নির্বাচনী সংগীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র

নির্বাচনী সংগীতে বহুল ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলো হচ্ছে– গিটার, হারমোনিয়াম, ঢোল, তবলা, একতারা, দোতারা, সানাই, বাঁশি, ড্রাম, কিবোর্ড, ডিজিটাল পিয়ানো, মাউথ অর্গান, খঞ্জনি,

সেতার, দফ প্রভৃতি। সংগীত মনের খোরাক মেটায়। সংগীতে দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের আবেদন চিরায়ত। আধুনিক ইলেক্ট্রনিক বাদ্যযন্ত্র দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের পরিপূরক মাত্র। ইলেক্ট্রনিক বাদ্যযন্ত্রের দৌরাত্মে দেশীয় বাদ্যযন্ত্র প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ৮৮ শতাংশ নির্বাচনী সংগীতে ইলেক্ট্রনিক বাদ্যযন্ত্র ও দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের সমন্বিত ব্যবহার রয়েছে। ১২ শতাংশ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখা গিয়েছে। সংগীতের সুর তৈরি ও বাদ্যযন্ত্রের বিকল্প হিসেবে বিভিন্ন অ্যাপস ও সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। অটোটিউনের ব্যবহার দেখা যায়।

০৯. নির্বাচনী সংগীতের মান মূল্যায়ন

৯.১ নির্বাচনী সংগীতের ধরন

নির্বাচনী সংগীতের নানা বৈচিত্র্য নির্বাচনী প্রচারণাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। ক্ল্যাসিকাল, নন ক্ল্যাসিকাল, ফিউশন ও নন ফিউশন সব ধরনের সংগীতের প্রভাব নির্বাচনী সংগীতে দেখা যায়। একটি বিষয় বিশেষভাবে দৃশ্যমান– ব্যতিক্রমী না হলে নির্বাচনী সংগীত শ্রোতা ও দর্শকদের খুব বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না। কবিতা বা ছড়াকে সংগীতে রূপান্তর করার কাজটি সৃজনশীলতার পরিচায়ক। প্যারোডি সংগীতে প্রতিপক্ষ দল বা ব্যক্তিকে কটাক্ষকারী বক্তব্য সংযোজন করার বিষয় পরিলক্ষিত হয়। এসব সংগীতের ভিডিওতে অভিনেতাদেরকে কথার সাথে মিল রেখে অঙ্গভঙ্গি করতে দেখা যায়। যা প্রতিপক্ষকে আরো বেশি উত্তেজিত করতে পারে। বাউল, জারি, সারি, গম্ভীরা, ভাটিয়ালি ও ভাওয়াইয়া প্রভৃতি লোকসংগীতের সীমিত ব্যবহার নির্বাচনী প্রচারণায় দেখা যায়। বিদেশি সংগীতের সরাসরি প্রভাব নির্বাচনী প্রচারণার জন্য ব্যবহৃত সংগীতে দেখা যায়।

৯.২ নির্বাচনী সংগীতের ভাষা

সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের ভাষাই নির্বাচনী সংগীতে প্রাধান্য পায়। এক্ষেত্রে প্রমিত বা মান ভাষার পাশাপাশি ভাষার আঞ্চলিক বা কথ্যরূপের প্রয়োগ সংগীতে দেখা যায়। ভোটারদের সাথে প্রার্থীর একাত্ম হওয়ার মাধ্যম ভাষা। এক্ষেত্রে প্রার্থী আঞ্চলিক ভাষাকে ক্ষেত্রবিশেষে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তবে আঞ্চলিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের প্রচারণায় আঞ্চলিকতার প্রভাব বেশি দৃশ্যমান। ভোটপ্রার্থী ব্যক্তি বা দল আঞ্চলিকতাবাদকে বিবেচনায় নিয়ে নিজের সমর্থন বাড়াতে চান। প্রার্থী এটাও ভোটারদেরকে বোঝাতে চান যে, তিনি এই অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছেন। এই অঞ্চলের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাথে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এসবের মিথস্ক্রিয়া তাকে এই অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করতে উৎসাহিত ও যোগ্য করেছে। শুধু নির্বাচনী সংগীতের কথায় নয় সুরেও আঞ্চলিকতার প্রভাব দেখা যায়। তাছাড়া স্থানীয় শিল্পীদের উপস্থিতি এখানে লক্ষণীয়। স্থানীয় শিল্পীরা সাধারণ ভোটারদের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে থাকেন। ফলে তাদের ভাষ্য সাধারণের নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য। শিল্পীদের নিজস্ব দর্শন, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যে সঞ্চারণ করা এক্ষেত্রে তুলনামূলক সহজসাধ্য বলে প্রতীয়মান হয়। উঠান বৈঠকে ভোটারদের মনোরঞ্জনের অংশ হিসেবে স্থানীয় শিল্পীদের দিয়ে আঞ্চলিক সংগীত পরিবেশনের নজির রয়েছে। নির্বাচনী সংগীতে স্লোগানের ব্যবহার বিষয়টিকে আরো আবেগময় করে তোলে। এছাড়া নির্বাচনী সংগীতের মাঝখানে প্রার্থীর বক্তব্য বিষয়টিকে বাস্তবধর্মী ও প্রাণবন্ত করে তোলে।

৯.৩ নির্বাচনী সংগীতের নমুনা

সুর, তাল ও লয়সহ অন্যান্য বিষয়াদি অনুসন্ধান ও বিবেচনার সুবিধার্থে অনলাইনে প্রাপ্ত কিছু নির্বাচনী সংগীত এখানে উপস্থাপন করা হলো।

> ৭, ৮, ৯ নং ওয়ার্ডের নির্বাচনে/মহিলা কাউন্সিলর প্রার্থী হয়ে/আমেনা আপা আনারস মার্কা নিয়ে/ভোটটা দিবেন সবাই আমেনা আপাকে/এবার ভোটটা দিবেন আনারস মার্কাতে/সবাই জানে আমেনা আপার গুণের কথা/ আমেনা আপা বুঝে গরিব লোকের ব্যথা/আমেনা আপা সৎ লোক/জয়ের মালা তারই হোক/তাই তাকে কাউন্সিলর বানাতে চাই/আনারস মার্কায় আমরা ভোট সবার চাই/বৃদ্ধ-যুবক সবাই বেধেছে জোট/আনারস মার্কায় এবার দিবে যে ভোট/আমেনা আপার অঙ্গীকার/করেন সে ন্যায়বিচার/তাই তাকে কাউন্সিলর বানাতে চাই/আনারস মার্কায় আমরা ভোট সবার চাই। (গৌরীপুর মা মিডিয়া স্টুডিও-এর ইউটিউব চ্যানেল, ২০২১)

আরেকটি নির্বাচনী সংগীতে সম্প্রতি জনপ্রিয় একটি আধুনিক সংগীতের সুরের অনুকরণ দেখা যায়–

> "একটা সময় শহরে কত লোক দেখিতাম/লক্ষ লোকের ভিড়ে ভালো নেতা খুঁজিতাম/বহুদিনের মনের আশা পূরণ হবেরে/মনের মতো প্রার্থী হবে নোমান ভাইয়াযে/গরিব-দুখীর দুখের দিন শেষ হবেরে/নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী নোমান ভাইয়া যে/চলো চলো সমর্থন করি নোমান ভাইয়াকে/তাহার মতো যোগ্য প্রার্থী আর কেহ নাইরে/ভাইয়া ও ভাইয়ারে তুই ভুল করিসনারে/যোগ্য প্রার্থী নোমান ভাইয়া প্রার্থী হবেরে/বুবু-ও-বুবুরে তুই ভুল করিসনারে/চেয়ারম্যান পদে নোমান ভাই প্রার্থী হবেরে/ খালা ও খালারে তুই ভুল করিসনারে/যোগ্য প্রার্থী নোমান ভাই প্রার্থী হবেরে/দাদি ও দাদিরে তুই ভুল করিসনারে/যোগ্য প্রার্থী নোমান ভাই প্রার্থী হবেরে/মূল্যবান এই ভোটটা চাচা যাকে-তাকে নয়/জয়ের আসনটা যেন নোমান ভাইয়ার হয়/নোমান ভাই ভালো লোক গুণীজনেও কয়/এলাকাবাসীর মনের আশা নোমান ভাইয়ার জয়/ভোটার যারা দয়া কইরা পাশে থাকিয়া/নোমান ভাইকে সমর্থন দিবেন ভালোবাসিয়া/যোগ্য-দক্ষ নেতা মোদের নোমান ভাই/তাহার মতো যোগ্য নেতা এনামগঞ্জে নেই।" (ভয়েস অ্যাড বিডি-এর ইউটিউব চ্যানেল, ২০২১)

নির্বাচনী সংগীতের গীতিকার ও সুরকারগণ সংগীতে কথা ও সুর তৈরি করার সময় বিশেষভাবে সচেতন থাকেন। যেন তা সবাইকে আন্দোলিত করতে সক্ষম হয়।

> "আলামিন ভাইয়ের উটপাখি মার্কা নিয়া/৩০ তারিখে ভোটকেন্দ্রে গিয়া/সিল মারিবো তালে তালে/নো টেনশন নো চিন্তা/সকলে ভোটে এবার যায় বলে জিতিয়া/ভোটটা দিবেন সবাই হাসিয়া হাসিয়াগো/ভোটটা দিবেন উটপাখি মার্কা দেখিয়া/৩নং ওয়ার্ডের যোগ্য সন্তান মোদের আলামিন ভাই/তাহার সাথে অন্য কারো তুলনা যে নাই/৩নং ওয়ার্ড পাবে এবার যোগ্য কাউন্সিলর/সকলের মুখে হাসি উঠবে ফুটিয়া/ভোটটা দিবেন সবাই হাসিয়া হাসিয়া গো/ভোটটা দিবেন উটপাখি মার্কা দেখিয়া/নির্বাচনে জনগণে এবার চায় তাহারে/আলামিন ভাইয়ের জয়ধ্বনি সবার ঘরে ঘরে/সবার প্রিয় আলামিন ভাই/মার্কা পাইছে উটপাখি মার্কা/৩০ তারিখ উটপাখি যায় বুঝি জিতিয়া।" (ভয়েস অ্যাড বিডি-এর ইউটিউব চ্যানেল, ২০২১)

১০. বাংলাদেশে নির্বাচনী সংগীতের প্রভাব

১০.১ ভোটারদের উপর সংগীতের মনোসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব

নির্বাচনী সংগীত ভোটার, সমর্থক ও কর্মীদের কতটা আকৃষ্ট বা প্রলুব্ধ করতে পারে তা নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা থাকতে পারে। তবে সংগীতের অর্থপূর্ণ কথা, মনমাতানো সুর শ্রোতার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। সাধারণ মানুষের জন্য যখন সংগীত তৈরি করা হয় তখন নির্মাণকারী শ্রোতার নিছক আনন্দ-বিনোদনের বিষয়টি মাথায় রাখেন। কিন্তু বিশেষ গোষ্ঠীর

উদ্দেশ্যে যখন সংগীত সৃষ্টি করা হয় তখন সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় নানা কার্যকারণ কাজ করে। সংগীত শ্রোতার আদর্শ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, রাজনৈতিক দর্শন, বিবেচনাবোধ, রাজনৈতিক চিন্তা সর্বোপরি রুচিকে যাতে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় সে প্রত্যাশা থাকে সংগীত নির্মাণকারীর। সংগীত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে। ভোটারদের হৃদয়ে দোলা দিয়ে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সৃষ্ট বিপুল সমর্থনের জোয়ার যেকোনো প্রার্থীর জন্য বহুল আকাঙ্ক্ষিত। প্রার্থীর অতীত কর্মকাণ্ডের বিবরণ, প্রতিশ্রুতি, স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা, দর্শন, দূরদৃষ্টি, কল্পনা, ভবিষ্যৎ লক্ষ্য, চারিত্রিক মাহাত্ম্য ভোটারদের মানসলোকে বিম্বিত করার উত্তম বাহন সংগীত। এটি ভোটারদের বিনোদনের অন্তরালে একটি প্রকাশ্য বা গুপ্ত বার্তা দিয়ে থাকে। যা পরবর্তীতে প্রার্থীর জন্য ইতিবাচক ফলাফল নিয়ে আসতে পারে। সংগীত সম্মোহনী শক্তিতে বলীয়ান। সংগীত যে গণজোয়ার সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, আদর্শিক ও মুক্তি আন্দোলনে সংগীতশিল্পীদের ভূমিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়। একবার যখন কোনো বিষয়ের পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হয় তখন এই বিষয়ের মৃদু বিপক্ষে অবস্থানকারীগণও বিষয়ের পক্ষে চলে আসে–এটিই দেখা গিয়েছে। "সবাই যেদিকে যায় আপনিও সেদিকে যাবেন", "আপনার ভোটটি নষ্ট করবেন না", "অন্য মার্কা কোথাও আছে?"– ভোটারদের প্রলুব্ধ বা প্রভাবিতকরণের জন্য বহুল ব্যবহৃত বাক্য। তরুণ কর্মীদের উজ্জীবিত করতে বিশেষ ধরনের নির্বাচনী সংগীত নির্মাণের প্রয়াস দেখা যায়। এটি নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সংগীত শ্রোতা ও দর্শকদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে খেলা করে। তবে সংগীতের সুর, কথা ও তাল আকর্ষণীয় না হলে তার প্রতিক্রিয়া বিরূপ হতে পারে, যা প্রার্থীর প্রতিকূলে কাজ করতে পারে। নির্বাচনী প্রচারণায় সংগীতের ব্যবহারের যে প্রথা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে তা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে। সংগীতের প্রতি মানুষের অনুরাগ যতদিন থাকবে এই কৌশলী মাধ্যমের ব্যবহার ততদিন বিদ্যমান থাকবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। নির্বাচনী সংগীত কর্মী ও সমর্থকদের যূথবদ্ধ হয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে অনপ্রাণিত করে। কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে বিরাজমান সাংস্কৃতিক ও শ্রেণিগত বৈচিত্র্যকে এক সুতোয় গাঁথতে পারে নির্বাচনী সংগীত। ফলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ধাবমান গোষ্ঠী কিছুকালের জন্য একই পথের পথিক হয়ে যায়। আমরা শব্দের জগতে বাস করি। শব্দের রেশ আমাদের মাথায় অনুরণিত হয়। কিন্তু সব শব্দের রেশ আমাদের মস্তিষ্কে দীর্ঘায়িত হয় না। সংগীতের সুর মস্তিষ্কে বিশেষ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। যা ব্যক্তিকে আবেগতাড়িত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ৯০ শতাংশ ভোটার মনে করেন নির্বাচনী সংগীত তাদের উপর প্রভাব ফেলে। ৮ শতাংশ ভোটার মনে করেন নির্বাচনী সংগীত তাদের উপর প্রভাব ফেলে না। ২ শতাংশ ভোটার এই বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি। কোন ধরনের ভোটারদের উপর নির্বাচনী সংগীতের প্রভাব বেশি দৃশ্যমান হয় তা বিশেষভাবে আলোচ্য। রাজনীতি সচেতন, ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থীর সাথে পরিচিত, ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির হিসাবকারী, প্রার্থীর রাজনৈতিক পরিচয় হিসাবকারী, রাজনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ ভোটারের উপর নির্বাচনী সংগীতের অভিঘাত একেকরকম হয় এটি দেখা গিয়েছে। বাংলাদেশে এমনটাও দেখা যায় যে, নিরপেক্ষ বা সাধারণ ভোটার জনসমর্থন যেদিকে বেশি দেখা যায় শেষ মুহূর্তে সেদিকেই তার সমর্থন ব্যক্ত করেন। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। তবে বর্তমানে শিক্ষার হার বাড়ায় ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও বিবেচনাবোধ ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে ভোটারকে বেশি প্রভাবিত করছে। সংগীতের উপাদানগুলো এমনভাবে সাজানো হয় যাতে তা মানবীয় অনুভূতিগুলোকে স্পর্শ করে ব্যক্তির চিন্তাধারাকে প্রভাবিত

করতে পারে। ফলে ভোটার প্রচারপত্র না পড়তে পারলেও সংগীতের মর্মবাণী তাকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। আমাদের নির্বাচনী প্রচারের সংগীতগুলো সামাজিক সচেতনতারই অংশ। এই সংগীত ভোটারদের বিবেচনাবোধকে জাগ্রত করে।

১০.২ গ্রামে ও শহরে নির্বাচনী সংগীতের প্রভাবের তারতম্য

গ্রাম ও শহরে দুটি পরস্পর বিপরীতমুখী বাস্তুসংস্থান সক্রিয়। শহরের জীবন যান্ত্রিক, গ্রাম তুলনামূলকভাবে কম যান্ত্রিক। গ্রাম ও শহরের সংস্কৃতির নানা উপাদানের সাথে নির্বাচনী সংগীতের প্রভাবের তারতম্যের বিষয়টি সম্পৃক্ত। শহরের যেখানে সবকিছুই সংগীতময় সেখানে গ্রামে হঠাৎ ভেসে আসা সংগীত স্বভাবতই মানুষকে সচকিত ও কৌতূহলী করে। নির্বাচনী সংগীত প্রচারকারী ভ্যান, রিকশা, অটোরিকশা, পিকআপ ভ্যান, মিনি ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহন ঘিরে স্থানীয় উৎসুক জনতার ভিড় থাকে। এক্ষেত্রে শিশু-কিশোরদের উচ্ছ্বাস-আনন্দ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শিশু-কিশোরেরা অনেকসময় যানবাহনের পিছু নেয়। গ্রামের মানুষের নিকট এভাবে প্রচারণা চালানো খুবই সাফল্যজনক। শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামে লোকসংগীতের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা বেশি কার্যকর বলা যেতে পারে। অন্যদিকে শহরের মানুষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধ্যম দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। ফলে প্রার্থীরা যেসব সংগীত বা বক্তৃতা এসব মাধ্যমে প্রচার করেন তাতে দেশের শীর্ষস্থানীয় ও জনপ্রিয় ব্যক্তিদের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। প্রার্থী এটাও প্রচার করতে চান যে জনপ্রিয় ব্যক্তিরা তার সাথে আছেন বা তাকে সমর্থন করেছেন। এসব ব্যক্তিদের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তারা পূর্বে থেকে ঐ ব্যক্তি বা দল থেকে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত অথবা ভবিষ্যতে বিশেষ সুবিধা প্রত্যাশা করেন। এখানে আদর্শগত বিষয় যেমন থাকে তেমনি ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি বা সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ও প্রাধান্য পেতে পারে। শহরে শব্দদূষণের প্রেক্ষিতে অনেকসময় সুমধুর সংগীতও বিরক্তিকর মনে হয়। তাছাড়া সংগীতের ভুবনে থাকতে থাকতে সংগীতের উপযোগিতা শ্রোতার নিকট ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে পারে, যা বিশেষ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের দাবি রাখে। অন্যভাবে দেখলে শহুরে জীবন যানজটের জটিলতায় আবদ্ধ। মানুষ যানজটের বিরক্তিকর প্রভাব ও শব্দদূষণ থেকে সাময়িক মুক্তির জন্য সংগীতে মনোনিবেশ করেন। এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে — একই প্রার্থী বা দলের প্রচারণার জন্য কয়েকটি নির্বাচনী সংগীত ব্যবহৃত হয়।

১০.৩ বয়সভেদে নির্বাচনী সংগীতের প্রভাবের তারতম্য

বয়সভেদে নির্বাচনী সংগীতের প্রভাবের তারতম্য নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অনেক কঠিন। সংগীত সর্বজনীন বিষয়। আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট সংগীত অনুপ্রেরণা, উদ্যম ও আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। তবে এই কথা বলা যায় যে, নির্বাচনী সংগীতের কথা, সুর ও তালের উপর নির্ভর করে এটি কোন বয়সের মানুষের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলবে। শিশু, তরুণ ও প্রবীণদের সংগীতের রস আস্বাদন প্রক্রিয়া একইরকম নয়। এই বিষয়টি সংগীত নির্মাতা বিশেষভাবে বিবেচনা করেন। তারা চিন্তা করেন, সৃষ্ট নির্বাচনী সংগীতটি কোন বয়সের মানুষের নিকট অধিক প্রচার করা হবে। শিশুরা নির্বাচনী সংগীত শ্রবণের পর যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখান তরুণ ও প্রবীণরা কিন্তু একইভাবে দেখান না। শিশুরা স্বভাবতই সংগীতগুলো মুখস্থ করে হৃদয়ে ধারণ করে তাদের প্রিয় সংগীত অধিক প্রচারের কাজটি অবচেতনভাবেই করে। যা প্রকারান্তরে প্রার্থীদের প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে নির্বাচনী প্রচারণাকে আরো বেগবান করে। অন্যদিকে তরুণ সমাজের সিংহভাগই সংগীত শোনার জন্য প্রতিদিন অনেকসময় ব্যয় করেন। তরুণরা

তুলনামূলকভাবে হেভি মেটাল, হার্ড রক, হিপ-হপ, পপ, জ্যাজ ও র‍্যাপ মিউজিক বেশি পছন্দ করেন। তাই আমরা নির্বাচনী সংগীতে এই সংগীতগুলোর সুর ও ধরনের উপস্থিতি দেখতে পাই। এই গবেষণায় দেখা যায়, ১৮ থেকে ৩৪ বয়সী ৮০ শতাংশ ভোটার হার্ড মিউজিক এবং ২০ শতাংশ ভোটার সফট মিউজিক পছন্দ করেন। ৩৫ থেকে ৫৪ বয়সী ৪০ শতাংশ ভোটার হার্ড মিউজিক এবং ৬০ শতাংশ ভোটার সফট মিউজিক পছন্দ করেন। ৫৫ উর্ধ্ব ১০ শতাংশ ভোটার হার্ড মিউজিক এবং ৯০ শতাংশ ভোটার সফট মিউজিক পছন্দ করেন। বিশেষ করে তরুণ ভোটার ও কর্মী নির্বাচনী প্রচারণার মুখ্য অভীষ্ট। ফলে তাদেরকে বিশেষভাবে উদ্দীপিত ও উৎসাহিত করতে নির্বাচনী সংগীত প্রচারকগণ বিশেষভাবে প্রয়াসী হন। সেইসাথে প্রচারের মাধ্যম হিসেবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়।

১০.৪ প্রতিবন্ধীদের উপর নির্বাচনী সংগীতের প্রভাব

প্রতিবন্ধীদের ভোটাধিকার বাংলাদেশে স্বীকৃত। সহায়তাকর্মীদের সাহায্য নিয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ভোট প্রদানের বিষয়টি আইনগতভাবে সমর্থনযোগ্য। প্রার্থীরা প্রচারণার সময় এদের বিষয়টিও মাথায় রাখেন। যেমন — যেসকল ভোটার দৃষ্টিহীন তাদের জন্য নির্বাচনী সংগীতের মাধ্যমে শব্দযন্ত্রের প্রচারণা এবং প্রার্থীদের তাদের কাছে এসে ভোট প্রার্থনা বেশি কার্যকর বলে এই গবেষণায় দেখা গেছে। অন্যদিকে যেসব ভোটার শ্রবণ প্রতিবন্ধী কিন্তু চক্ষুষ্মান তাদের কাছে প্রার্থীকে সমর্থন প্রদানের আহ্বান সম্বলিত লিফলেট, ব্যানার, ফেস্টুন বিতরণ এবং প্রার্থীর শারীরিক উপস্থিতি অধিকতর কার্যকর। তবে প্রমাণ আকৃতির নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে নির্বাচনী সংগীতের তালে তালে যখন কর্মী, সমর্থক ও ভোটারগণ নাচতে থাকেন তখন বধির কিন্তু চক্ষুষ্মান ভোটার তা দেখতে পান এবং প্রার্থীর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ধারণা করতে পারেন। নির্বাচনী সংগীতের মোহনীয় অনুভূতি হৃদয়ে সাড়া না ফেললে তা নিশ্চয় দেহভঙ্গিতে প্রকাশ পেত না। মূক ভোটার হয়তো তার সমর্থনের কথা শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেন না, কিন্তু ভোট প্রদানের সময় তিনি তার সমর্থনের বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারেন। তাই তাদের ক্ষেত্রে নির্বাচনী সংগীতের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ৯০ শতাংশ প্রতিবন্ধী ভোটার মনে করেন নির্বাচনী সংগীত তাদের উপর প্রভাব ফেলে। ৬ শতাংশ প্রতিবন্ধী ভোটার মনে করেন নির্বাচনী সংগীত তাদের উপর প্রভাব ফেলে না। ৪ শতাংশ এই বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি।

১০.৫ নির্বাচনী সংগীতের বিরুদ্ধ মত

সংগীতের বিরুদ্ধ পক্ষের মতামত এখানে প্রাসঙ্গিক। বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর কতিপয় সদস্য সংগীতের বিরুদ্ধে অবস্থান করলেও ধর্মেও সংগীতের স্থান রয়েছে। কাওয়ালি, কীর্তন, শ্যামা, ভজন, গজল, হামদ, নাত, শের, সুফি, ভক্তিমূলক সংগীত, প্রার্থনা সংগীত, ব্রহ্মসংগীত, মর্সিয়া, মুর্শিদি, নাশিদ, কাসিদা ধর্মের বাতাবরণে চর্চা করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এসব সংগীতে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায় না। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোও নির্বাচনী প্রচারণায় সংগীতের ব্যবহার করে থাকে। এক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে 'দফ' এবং বিভিন্ন মিউজিক্যাল মোশন ইফেক্টের ব্যবহার দেখা যায়। সংগীতের দেশ বাংলাদেশ। বাউল, কীর্তন, জারি, সারি, মারফতি, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, খেয়াল, ধ্রুপদ এবং অন্যান্য লোক ও সংগীত থেকে আধুনিক সংগীত সবকিছু মিলে আমাদের সংগীতের অহংকার। সংগীতের এই পরম্পরার ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার আমরা ধারণ ও লালন করছি।

১০.৬ মেধাস্বত্ব ও নির্বাচনী সংগীত

মানুষের মেধা ও সৃজনশীল সম্পদের আইনি সুরক্ষার ব্যবস্থা হলো কপিরাইট। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে কপিরাইট অফিস। মেধাসম্পদের আইনি অধিকার নিশ্চিত করতে এই কার্যালয় থেকে বিধি মোতাবেক নিবন্ধন করতে হয়। যদিও এটি বাধ্যতামূলক নয়। তবে মেধাসম্পদের নিবন্ধন না থাকার সুযোগে অনেক অসাধু ব্যবসায়ী জনপ্রিয় বই, সংগীত, সংগীতের অডিও-ভিডিও অ্যালবাম নকল করে বিক্রি করেন। সম্প্রতি সংগীতের কপিরাইট নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে কপিরাইট অফিসে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ এসেছে (আলিম-উজ-জামান, ২০২১ : ০৩)। কপিরাইটের বিধিবিধান যেমন সংগীতস্রষ্টাকে সুরক্ষা দেয় তেমনিভাবে এসব বিধিবিধানের অপব্যবহার সৃজনশীলতার পথে সামান্যতম ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। নির্বাচনী সংগীতে যেভাবে জনপ্রিয় হিন্দি, লোক, ধর্মীয় ও আধুনিক সংগীতের কথা ও সুরের অনুকরণ দেখা যায় তাতে কপিরাইটের বিধিবিধান ভঙ্গ হয় বটে। তবে এটাও স্বীকার্য যে, জনপ্রিয় সংগীতের অনুকরণে সৃষ্ট সংগীত ভোটারদের অন্তরে যতটা অনুরণন করতে পারে নতুন নিরীক্ষাধর্মী সংগীত ততটা পারে না। কপিরাইট আইন অনুযায়ী শিল্পী, সুরকার ও গীতিকারের লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো সংগীতের সুর বিকৃতি ও কথা পরিবর্তন করে মনমতো সংগীত প্রচার করলে তা কপিরাইট আইনের লঙ্ঘন। কেউ এই আইন অমান্য করলে শিল্পী, সুরকার ও গীতিকার মামলা করতে পারেন। আইনের ৮২ ধারা অনুযায়ী এর শাস্তি হিসেবে ছয় মাস থেকে চার বছরের কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ হাজার থেকে দুই লক্ষ টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সংগীতটির কপিরাইট থাকতে হবে (মামুনুর রশিদ, ২০২০ : ০৪)। গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য ভোট উৎসবের আমেজ থাকা দরকার, কিন্তু সুর নকল করে তৈরি করা এসব নির্বাচনী সংগীতে মেধাস্বত্বের বালাই থাকছে না।

১০.৭ শব্দদূষণ ও নির্বাচনী সংগীত

সময়, স্থান, প্রচারমাধ্যম, স্বরের মাত্রা ও ধরনের ব্যবধানের কারণে সংগীতের প্রভাবের তারতম্য ঘটে। নির্বাচন পরিচালনাকারী ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের (সাধারণত দুপুর ২টা থেকে রাত ৮টা) পর শব্দযন্ত্রের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো হলে তার ফলাফল অনেক ক্ষেত্রে নেতিবাচক হয়। হাসপাতাল, বিদ্যালয়, প্রার্থনাগৃহের নিকটতম স্থানে উচ্চস্বরে এবং বারবার একই নির্বাচনী সংগীত বাজানো হলে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। তাছাড়া অতি শব্দবর্ধনকারী যন্ত্রের মাধ্যমে প্রচারিত নির্বাচনী সংগীত শ্রোতাদের অস্বস্তির কারণ হয়। সংগীতের সুর, কথা ও তাল অসামঞ্জস্য ও অনাকর্ষণীয় হলে তা-ও শ্রোতা ও দর্শকদের সহ্যসীমাকে ছাড়িয়ে যায়। একই স্থানে একই সংগীতের রেকর্ডিং বারবার বাজানো হলে শ্রোতাদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা কমে আসতে পারে। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রচারণার সময় সৃষ্ট শব্দদূষণ নিয়ে ২২ ও ২৩ জানুয়ারি ২০২০ জরিপ করেছে বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (ক্যাপস)। ক্যাপসের করা জরিপের ফলাফলের প্রাসঙ্গিক অংশ *প্রথম আলো* থেকে উদ্ধৃত করা হলো :

> শব্দদূষণ নিয়ে জরিপটি করা হয়েছে রাজধানীর ২০টি স্থানে। এর মধ্যে সবকটি স্থানে সরকারের মানমাত্রার চেয়ে বেশি শব্দ পাওয়া গেছে। অর্থাৎ প্রার্থীরা মাইক ও সাউন্ডবক্সের মাধ্যমে যে প্রচার চালাচ্ছেন তা মারাত্মক শব্দদূষণ ঘটাচ্ছে। ধানমন্ডি, জিগাতলা, কাজীপাড়া, মুগদাসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে শব্দ মাপার যন্ত্র দিয়ে ওই দূষণ পরিমাপ করা

> হয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি স্থানে ১২০ ডেসিবেলের চেয়ে বেশি মাত্রার শব্দ পাওয়া গেছে। এই মাত্রায় শব্দ কেউ যদি ঘণ্টাখানেক শোনে, তাহলে তার স্থায়ীভাবে বধির হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে বলেও প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। (ইফতেখার, ২০২০ : ০৭)

শহরের অলিগলিতে ও গ্রামে উচ্চমাত্রার শব্দযন্ত্রে প্রচারিত এসব সংগীতের কারণে শিক্ষার্থী, প্রবীণ, শিশু, শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিরা বেশি ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

১০.৮ নির্বাচনী সংগীতের অর্থনীতি

নির্বাচনী সংগীতের অর্থনীতি তথা বাজার নেহাত ছোট নয়। পেশাদার শিল্পীদের একটি কার্যক্ষেত্র নির্বাচনী প্রচারণা। একই শিল্পী ইচ্ছা করলে কয়েক জন প্রার্থীর প্রচারণায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। সংগীত আয়োজনে আধুনিক কলাকৌশলের ব্যবহার বিষয়টিকে সহজসাধ্য করেছে। গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী ও বাদ্যযন্ত্রীদের সম্মানি আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। শিল্পীদের সাথে নির্মাতাদের লিখিত বা অলিখিত চুক্তি থাকে। তাছাড়া সংগীত সংশ্লিষ্টরা আদৌ সম্মানি গ্রহণ করবেন কি না বিষয়টি তাদের স্বেচ্ছাধীন বিষয়। তাছাড়া এখানে স্বেচ্ছাসেবার বিষয়টিও থাকতে পারে। নির্বাচনী সংগীত প্রচারের কাজে নিয়োজিত কর্মীগণ প্রার্থী থেকে পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। আধুনিক ডিজিটাল রেকর্ডিং স্টুডিওগুলো নির্বাচনী সংগীত নির্মাণের পাশাপাশি অডিও এবং ভিডিও বিজ্ঞাপন নির্মাণ, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের স্থির ও চলচ্চিত্র ধারণ, ডিজিটাল মার্কেটিংসহ নানাবিধ কাজে সারা বছরই যুক্ত থাকে। ফলে নির্বাচন মৌসুমের পরও তাদের কর্মব্যস্ততা চোখে পড়ার মতো। একটি ডিজিটাল রেকর্ডিং স্টুডিওতে পূর্ণকালীন হিসেবে সাধারণত তিন থেকে পাঁচজন এবং খণ্ডকালীন হিসেবে দশ থেকে বিশজন কর্মী কাজ করেন। একটি নির্বাচনী সংগীত তৈরি করে দেওয়ার বিনিময়ে স্টুডিওগুলো সাধারণত দুই হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত পারিশ্রমিক গ্রহণ করে। এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে, স্টুডিও এবং শব্দযন্ত্র সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বার্ষিক আয়ের ১০ থেকে ৩০ শতাংশ আয় করে নির্বাচনী প্রচারণার সংগীত নির্মাণ ও প্রচার-সংক্রান্ত সেবা দিয়ে। একটি উপজেলায় গড়ে এক থেকে দশটি ডিজিটাল রেকর্ডিং স্টুডিও দেখা যায়। মুঠোফোন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো নির্বাচনী সংগীত প্রচারের ব্যবসার সাথে যুক্ত থাকায় এই খাতের গতিময়তা দিন দিন মূর্ত হচ্ছে।

১০.৯ নির্বাচনী সংগীত ও রাজনীতি

সংগীতের সাথে রাজনীতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। নির্বাচনী সংগীতের জন্য শিল্পী বাছাই প্রক্রিয়ায় শিল্পীদের রাজনৈতিক মতাদর্শ দেখা হয়। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মতাদর্শের শিল্পীদের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে। রাজনৈতিক পোষকতা পাওয়া শিল্পীরা তাদের শিল্পচর্চার জন্য বিস্তৃত পরিসর পান। নির্বাচনী প্রচারণায় সংস্কৃতিকর্মীদের ভূমিকা তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষভাবে লক্ষণীয় — বিশেষ সংগীত অনেকসময় বিশেষ রাজনৈতিক দলের ভাবাদর্শ, ইশতাহার, ইতিহাস ও উত্তরাধিকারের প্রতিনিধিত্ব করে। রাজনৈতিক দলগুলো যেরকম রাজনৈতিক ব্যবস্থা চায়, তাদের দলীয় সংগীতে সেই ব্যবস্থা ও দর্শন প্রতিফলিত হয়। মতাদর্শগত কারণে বিখ্যাত সংগীতের শব্দ পরিবর্তন বিতর্কের জন্ম দেয়। সংগীত মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগ করিয়ে দেয়। অনেকে মিলে সংগীত গাইলে একে অপরের মধ্যে সম্পর্ক আরো দৃঢ় ও উন্নত হয়। এটি মানুষকে বিশ্বমানবের সাথে একাত্ম হওয়ার অনুপ্রেরণা যোগায়। সংগীতকে মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যার সাথে তুলনা করা যায়। কেননা সংগীত শুষ্ক ও নীরস হৃদয়কে প্রাণবন্ত ও গতিশীল করে তোলে বিধায় রাজনৈতিক যোগাযোগমাধ্যম হিসেবে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ব্যক্তি ও দলকে ব্র্যান্ডিং করতে পারে নির্বাচনী সংগীত। মানুষের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা রয়েছে। ব্যক্তির মানস গঠনে এসব

প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকায় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রভেদে ব্যক্তির উপর সংগীতের প্রভাবের তারতম্য থাকতে পারে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, রাজনৈতিক গতিশীলতা ও সাংস্কৃতিক বন্ধন তৈরির ক্ষেত্রে নির্বাচনী সংগীতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে।

১১. উপসংহার

নির্বাচনী প্রচারণার সংস্কৃতিতে অভিনব সংযোজন নির্বাচনী সংগীত। সংগীতের এই গতিশীল ব্যবহার বিশেষভাবে মূল্যায়ন আবশ্যক। এই প্রবন্ধে উপস্থাপিত গবেষণাটি সময়, অর্থ ও জনবলের সীমাবদ্ধতার কারণে বিস্তৃত পরিসরের ফলাফল প্রদর্শন না করলেও একটি প্রতিচিত্র উপস্থাপন করছে। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মতামতধর্মী বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করে বলা যায়, সৃজনশীল ও অভিনব নির্বাচনী সংগীত নির্বাচনী প্রচারণায় উৎসবের আমেজ নিয়ে আসলেও এসব সংগীতে প্রার্থী সম্পর্কে অতিরঞ্জন করা হয়। ফলে, ভোটার প্রার্থী সম্পর্কে ভুল তথ্য পেতে পারেন। এছাড়াও মাত্রাতিরিক্ত স্বর ও শব্দযন্ত্র ব্যবহার এবং অসময়ে নির্বাচনী সংগীত প্রচারের ফলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়। অন্য সংগীতের সুর ও কথা অনুকরণ করার বিষয়টি আশঙ্কাজনক। এক্ষেত্রে নির্বাচনী সংগীত নির্মাতাগণ আরো সৃষ্টিশীল হলে এবং শব্দযন্ত্র দিয়ে অত্যধিক স্বরে ও অসময়ে সংগীত পরিবেশন না করলে এই সৃজনশীল চর্চা আরো বেগবান হতে পারে। একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের এই সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, মুঠোফোন ও ওয়েবসাইটে নির্বাচনী প্রচারণার উপর আমাদের গুরুত্বারোপ করতে হবে। কাগজ ও অত্যধিক শব্দবিহীন এই প্রচারণা আমাদের সময়, অর্থ ও শ্রম হ্রাস করবে। নির্বাচনী প্রচারণায় সংগীতের ব্যবহার রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে নতুন ধারা বা অভিঘাত সৃষ্টি করছে– এই কথা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলা যায়। তাই সংগীতের পরিবর্তনশীল এই ধারার প্রতি আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে।

সহায়কপঞ্জি

আব্দুল মালেক খান (১৯৮৮)। *আমাদের সঙ্গীতের ধারা*। আনন্দম প্রকাশন, ঢাকা।

ইফতেখার মাহমুদ (২৮ জানুয়ারি ২০২০)। শব্দদূষণে বিরক্ত নগরবাসী। *প্রথম আলো*, ঢাকা।

কাজী আলিম-উজ-জামান (২৩ এপ্রিল ২০২১)। ঝুলে আছে কপিরাইট আইন সংশোধনের উদ্যোগ। *প্রথম আলো*, ঢাকা।

মামুনুর রশিদ (২৮ জানুয়ারি ২০২০)। নকল সুরের ভোটের গানে 'প্রাণ' যায়। *প্রথম আলো*, ঢাকা।

মো. শরীফুল ইসলাম (১২ জুলাই ২০২৩)। রোগের দাওয়াই সংগীত। *প্রথম আলো*, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৭)। *সঙ্গীত চিন্তা*। নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

অনলাইন

গৌরীপুর মা মিডিয়া স্টুডিও-এর ইউটিউব চ্যানেল
লিংক : https://www.youtube.com/watch?v=vBeUr2fNwR4
গ্রহণের তারিখ : ২৮ নভেম্বর ২০২২

ভয়েস অ্যাড বিডি-এর ইউটিউব চ্যানেল
লিংক :
ttps://www.youtube.com/watch?v=OLYEtdnqCUc&list=RDOLYEtdnqCUc&start_radio=1
গ্রহণের তারিখ : ২৮ নভেম্বর ২০২২

ভয়েস অ্যাড বিডি-এর ইউটিউব চ্যানেল
লিংক : ttps://www.youtube.com/watch?v=wbbDCyis884&list=RDOLYEtdnqCUc&index=
গ্রহণের তারিখ : ২৮ নভেম্বর ২০২২